UNITED NATIONS INDIA

Information and Cultural Affairs Department
Government of West Bengal

Centre of Excellence
in Urban Planning & Design,
Indian Institute of
Technology Kharagpur

unesco

মান সনিধারক কাযগপদ্ধক্তে (SOPs)

সাংস্কৃতিক উৎসবে সর্বজনীন অ্যাক্সেসসিবিলিটির মান বাড়ানো

• ২০২৫ সংস্করণ •

কলকাতার দুর্গাপূজা

(২০২১ সালে ইউনেস্কোর মানবতার অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভারতে জাতিসংঘ (প্রযুক্তিগত নেতৃত্বে ইউনেস্কো) এবং আইআইটি খড়গপুর, **অঞ্জলি – মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার সংগঠন, শ্রুতি ডিজঅ্যাবিলিটি রাইটস সেন্টার, সঞ্চার এবং স্বয়ম**-কে তাঁদের অমূল্য অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়, যাঁদের অভিজ্ঞতা এই মান নির্ধারক নীতি (SOPs)-তে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রতিফলিত করতে, জাতিসংঘের প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (UNCRPD) এবং প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর নীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের বাস্তবতার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন

- ডাঃ হৈমন্তী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, আইআইটি খড়গপুর
- শ্রী অনির্বাণ মুখার্জী, স্থপতি

শৈল্পিক কুশীলব

- শ্রীমতি আয়ুষী ধর, গবেষক, আইআইটি খড়গপুর
- শ্রী অনির্বাণ মুখার্জী, স্থপতি
- স্বয়ম

প্রকাশনা

জাতিসংঘ রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটরের অফিস (UNRCO),
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO),
এবং ভারতীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান খড়গপুর (IIT KGP)।

এটি CC BY-SA 4.0 DEED **(অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক 4.0 ইন্টারন্যাশনাল)** লাইসেন্সের আওতায় উন্মুক্তভাবে উপলব্ধ। এই নির্দেশিকাগুলির ব্যবহার, পুনঃবিতরণ, অনুবাদ এবং ব্যুৎপত্তিভিত্তিক কাজের অনুমতি

রয়েছে, বিশেষ শর্তের ভিত্তিতে। শর্তগুলি হল যে মূল উৎস যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং নতুন সৃষ্টিকে মূলধারার অনুরূপ শর্তে বিতরণ করতে হবে। এই লাইসেন্সটি কেবলমাত্র নির্দেশিকার পাঠ্যবস্তুতে প্রযোজ্য। যেসব উপকরণ স্পষ্টভাবে UNRCO, UNESCO এবং/অথবা IIT KGP-এর অন্তর্গত হিসেবে চিহ্নিত নয়, সেগুলির ব্যবহারের জন্য পূর্বানুমতি নিতে হবে নিম্নলিখিত ঠিকানায়:

aarti.thakur@un.org; s.khajuria@unesco.org; haimanti@arp.iitkgp.ac.in

এই নির্দেশিকাগুলিতে ব্যবহৃত সংজ্ঞা এবং উপস্থাপনা কোনো দেশ, অঞ্চল, শহর বা এলাকার আইনগত অবস্থান কিংবা তার কর্তৃপক্ষের বিষয়ে, অথবা তার সীমারেখা নির্ধারণের বিষয়ে UNRCO এবং UNESCO-র পক্ষ থেকে কোনো মতামত প্রকাশ করে না।

এই নির্দেশিকায় প্রকাশিত মতামত এবং ধারণাগুলি লেখকদের নিজস্ব; এগুলি UNRCO বা UNESCO-র আনুষ্ঠানিক অবস্থান প্রতিফলিত করে না এবং সংগঠনগুলিকে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে না।

দায়বদ্ধতা (Disclaimer)

এই প্রকাশনাটি প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য সাংস্কৃতিক উৎসবসমূহে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা উন্নত করার মানদণ্ড হিসেবে প্রণীত। ২০২৫ সংস্করণটি কলকাতার দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের জন্য উৎসর্গীকৃত। এই প্রকাশনায় বর্ণিত সুপারিশের ভিত্তিতে ডিজাইন করা সুবিধা বা অনুশীলন ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তির ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি বা আঘাতের জন্য UN India, UNESCO অথবা IIT খড়গপুর কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

প্রকাশিত: ২০২৫

মান নির্ধারক কার্যপদ্ধতি (SOPs)

২০২৫ সংস্করণ

কলকাতার দুর্গাপূজা

(২০২১ সালে ইউনেস্কোর মানবতার অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত)

পৃষ্ঠা নং ২

জাতিসংঘ রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটরের অফিস, ভারত

সেন্টার অব এক্সেলেন্স ইন আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন, ভারতীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, খড়গপুর

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

ভূমিকাপত্র

প্রতি শরতে, বাংলা ভরে ওঠে রঙের ছটায়, ছন্দে আর প্রার্থনাগীতিতে। যখন দুর্গাপূজায় এখানকার প্রতিটা রাস্তা শিল্প, সংগীত এবং জনসমাগমের আবেশে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কয়েকদিনের জন্য জীবন যেন ঢাকের তালেই ছন্দ মিলিয়ে এগিয়ে চলে। মণ্ডপগুলো অস্থায়ী প্রাসাদের মতো তিলতিল করে উঠে দাঁড়ায়, হাজারো হাতের সৃষ্টিতে, যেখানে ঐতিহ্য আর কল্পনার গল্প বোনা থাকে। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী, এমনকি অচেনা মানুষও এই উৎসবে মেতে ওঠেন—যেখানে আনন্দ ছাপিয়ে যায় ধর্ম, শ্রেণি ও ভৌগোলিক সীমানাকেও।

এই অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনার কারণেই ২০২১ সালে দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর ইন্ট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি (Intangible Cultural Heritage of Humanity)-এর প্রতিনিধি তালিকায় নিজের জায়গা করে নেয়। তবে উৎসব তখনই প্রকৃত অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, যখন প্রত্যেকেই অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ ও গর্ভবতী নারীরাও সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সমান ভাবে অংশীদারিত্ব করতে পারেন। ২০০৩ সালের ইউনেস্কো কনভেনশনের অপারেশনাল ডিরেক্টিভস ফর দ্যা সেফগার্ডিং অফ দ্যা ইন্টেঞ্জিবেল কালচারাল হেরিটেজ (*Operational Directives for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)* জোর দিয়ে বলে যে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর তাঁদের বহমান ঐতিহ্যে সমান প্রবেশাধিকার থাকা জরুরি।

তাই এই দুর্গাপূজাতে সকলেই যাতে অক্লেশে যোগ দিতে পারেন, এই এসওপি (SOPs) সেই ঘাটতি পূরণের জায়গায় একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। পূজা আয়োজক, প্রবেশগম্যতা বিশেষজ্ঞ, প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করেন এমন সংগঠন এবং আঞ্চলিক গোষ্ঠীবর্গের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শের মাধ্যমে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। এই মাননির্ধারক নীতি (SOPs) প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন (CRPD) এবং প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-তে সংরক্ষিত নীতিগুলিকে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তর করেছে, যা পূজা কমিটিগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করতে পারে।

এই উদ্যোগের আইনি কাঠামোও শক্তিশালী। ভারতের রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিসেবেলিটিস অ্যাক্ট, ২০১৬ (*Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016)* সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ও গণ-উৎসবে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। CRPD-এর অনুচ্ছেদ ৩০ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অন্যদের সমান ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করে। এগুলি কেবলমাত্র কাম্য লক্ষ্যই নয় বরং বাধ্যতামূলক আইনগত অঙ্গীকারও, যা সমাজের প্রতিটি স্তরে সুসংবদ্ধ বাস্তবায়ন দাবি করে।

এক্ষেত্রে সুগম প্রবেশাধিকারের পক্ষে যুক্তি মানবিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিকেই দৃঢ়। বিশ্বের প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের উপস্থিতি প্রতিটি উদ্‌যাপনকে সমৃদ্ধ করে। উৎসবগুলো যখন সবার জন্য সহজগম্য হয়, তখন তা অবশ্যই অধিকতর অংশগ্রহণের দাবি রাখে। যা সমষ্টির চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রাণশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়।

আরও মৌলিকভাবে, এই অভিগম্যতা মানে এমন এক নকশা, যা যে কোনো বাধাকে লঘু করে এবং ওই স্থানকে সবার জন্য সহজ ও নিরাপদ করে তোলে। বিবিধ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য নির্মিত স্থান শেষ পর্যন্ত সবারই কাজে লাগে: র‍্যাম্প যেমন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক, তেমনই সদ্যজাতদের

বহনযোগ্য গাড়ি (stroller) ব্যবহারকারী অভিভাবক এবং প্রবীণদের যাতায়াতে সাহায্য করে। আর স্পষ্ট দিকনির্দেশক চিহ্ন দৃষ্টি বা শ্রবণের প্রতিবন্ধীকতা যুক্ত মানুষের পাশাপাশি প্রত্যেক দর্শনার্থীকে পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। বিশ্রামাগারের আসন গর্ভবতী নারী, প্রবীণ নাগরিক সহ বিভিন্ন মানুষের বিশ্রাম নেওয়ার জন্যই সহায়ক হয়।

এই মাননির্ধারক নীতি (SOPs) ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে:

- **বাস্তবিক পরিকাঠামো:** সুগম মণ্ডপ, র‍্যাম্প, স্যানিটারি সুবিধা।
- **সহজপ্রাপ্য যোগাযোগ ও তথ্য:** সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, ব্রেইল, অডিও ফরম্যাট।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রোগ্রামিং:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- **জরুরি প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার নিয়মাবলী:** যা উৎসবে আসা সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।
- **স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ:** সচেতনতা, সম্মান ও সঠিক সহায়তার দক্ষতা গড়ে তোলা।
- **মানসিকতার পরিবর্তন:** প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার।

এই নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পূজা কমিটিগুলিকে তাঁদের প্রাথমিক পরিকল্পনাতেই সুগমতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরীক্ষায় এটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজন সচেতনতা ও দক্ষতা, যাতে তাঁরা যথাযথ সহায়তা দিতে পারেন। আর সর্বোপরি, এলাকার মানুষকে সেই অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা ধারণ করতে হবে, যাতে সত্যিই দুর্গাপূজা একটি সর্বজনীন উৎসব হয়ে ওঠে।

জাতিসংঘ এই প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রচারের মাধ্যমে। আমরা যখন একটি সাস্টেইনবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (SDGs)-এর দিকে এগিয়ে যেতে পারবো, তখন *"লীভ নো ওয়ান বিহাইন্ড (LNOB)"* এই আহ্বান/ডাক আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও প্রতিদিন প্রতিধ্বনিত হবে। প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিরা যখন দুর্গাপূজার মতো উৎসবে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেন, তখন সেই উৎসব কেবল আরও সুন্দর হয় না, সমগ্র সমাজই আরও ন্যায়সংগত, মানবিক এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্রতি বছর ঢাকের আওয়াজ যখন রাস্তাজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তা যেন আরেকটি গভীর অঙ্গীকারকেও প্রতিধ্বনিত করে: আমাদের সম্মিলিত আনন্দে কেউ যেন দূরে না থাকে। একটি অভিগম্য সর্বজনীন দুর্গাপূজা কেবল উৎসবকে সুন্দর করে না—এটি সমাজকে আরও ন্যায্য, মরমি এবং দৃঢ় করে তোলে। এই নির্দেশিকাগুলি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়ক হোক— শুধু এই বাংলায় নয়, দূরে-বহুদূরে।

দুগ্গা, দুগ্গা!

শম্‌বি শার্প

জাতিসংঘ রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর, ভারত

টিম কার্টিস

পরিচালক ও প্রতিনিধি

ইউনেস্কো দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক দফতর

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট ও ভূমিকা ১

১.১. প্রেক্ষাপট ১

১.২. মাননির্ধারক নীতি (SOPs)-এর লক্ষ্য

১.৩. জাতীয় নীতি ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি ৩

১.৪. আন্তর্জাতিক নীতি ও প্রাসঙ্গিক মানদণ্ড ৪

১.৫. মাননির্ধারক নীতি (SOP) উন্নয়নের পদ্ধতি ৪

১.৬. প্রয়োগ ও অংশীদারিত্ব ৫

১.৭. কারা হবেন সুবিধাভোগী? ৬

১.৮. মাননির্ধারক নীতি(SOP) ব্যবহারের উদ্দেশ্য ৭

১.৯. নির্দেশিকা ৭

১.১০. কেন মাননির্ধারক নীতি (SOPs)? ৮

১.১১. মাননির্ধারক নীতি (SOP)-র কাঠামো ৯

১.১২. প্রয়োগ সংক্রান্ত নোট ৯

১.১৩. বাস্তবায়নের নিয়মাবলী ১০

বাস্তবিক পরিকাঠামোর নকশাগত মানদণ্ড ১১

২.১. ড্রপ-অফ পয়েন্ট (DoP)/ পিক-আপ পয়েন্ট (PuP) ১১

২.২. ড্রপ-অফ / পিক-আপ পয়েন্ট থেকে প্যান্ডেল পর্যন্ত সহজগম্য পথ ১৩

২.৩. প্যান্ডেলে প্রবেশ ও প্রস্থান ১৬

২.৪. প্যান্ডেলের ভেতরে চলাচল (সুগম্য পথ) ১৭

২.৫. প্রতিমা দর্শন ২০

২.৬. বসার স্থান ২১

২.৭. জন-উপযোগিতা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা ২৩

২.৮. সাইনেজ ও তথ্য ২৫

২.৯. ব্রেইল শব্দকোষ ২৮

২.১০. বিবিধ ২৯

ব্যবস্থাপনা ও জরুরি নিয়মাবলী ৩০

৩.১. জরুরি নির্গমন ৩০

৩.২. সহায়তা ডেস্ক ও তথ্যকেন্দ্র ৩১

৩.৩. জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যে তৈরি ব্যবস্থাপণা ৩২

৩.৪. স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী ৩৩

চিত্রতালিকা

চিত্র ১.১ কলকাতার পূজা প্যান্ডেলে ভিড়ের আলোকচিত্র ২

চিত্র ১.২ পূজা প্যান্ডেল পরিদর্শন ও এলাকাভিত্তিক অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ ৫

চিত্র ১.৩ অনলাইনে কোর গ্রুপের পরামর্শ ৫

চিত্র ১.৪ পূজা কমিটির সঙ্গে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা ৫

চিত্র ১.৫ ইউনিভার্সাল ডিজাইন ইন্ডিয়া প্রিন্সিপলস (NID, 2011) ৮

চিত্র ২.১ ড্রপ-অফ পয়েন্ট / পিক-আপ পয়েন্ট ১১

চিত্র ২.২ সহজগম্য পথে, বাধামুক্ত পার্কিং ১২

চিত্র ২.৩ সহজগম্য পথে, বাধামুক্ত পার্কিং ১৩

চিত্র ২.৪ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য রেলিং-যুক্ত আলাদা পথ ১৪

চিত্র ২.৫ প্রাঙ্গণের ভেতরে স্তরভেদ পেরোতে র‍্যাম্প নকশা ১৫

চিত্র ২.৬(ক) দিক পরিবর্তন ও বিপজ্জনক সতর্কবার্তার জন্য TGSI ১৫

চিত্র ২.৬(খ) চলাচলের দিক নির্দেশক টাইলস ১৫

চিত্র ২.৭ বিপজ্জনক ও দিকনির্দেশক টাইলস বসানোর সাধারণ নির্দেশিকা ১৫

চিত্র ২.৮ রেলিং-যুক্ত র‍্যাম্প দিয়ে প্যান্ডেলে প্রবেশ ১৬

চিত্র ২.৯ প্যান্ডেলের ভেতরে অবাধ চলাচলের পথ (সুগম্য পথ) ১৭

চিত্র ২.১০ বিবিধ ব্যবহারকারীদের জন্য ন্যূনতম পথের প্রস্থ ১৮

চিত্র ২.১১ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের বসার স্থান (সুগম্য পথের পাশে) ২০

চিত্র ২.১২ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দর্শন প্ল্যাটফর্ম (প্যান্ডেলের ভেতরে) ২০

চিত্র ২.১৩ ২৫ জনের জন্য মৌলিক সুবিধাযুক্ত আলাদা বসার স্থান ২২

চিত্র ২.১৪ বড় ভিড় সামলানোর জন্য মডিউল পুনরাবৃত্তি করে একলাইনে বসার ব্যবস্থা ২৩

চিত্র ২.১৫(ক) প্রবীণদের জন্য রেট্রোফিটেড টয়লেটের আদর্শ বিন্যাস ২৪

চিত্র ২.১৫(খ) সর্বজনীনভাবে সহজগম্য টয়লেটের আদর্শ বিন্যাস ২৪

চিত্র ২.১৬ সুগম পানীয় জলের কল ২৪

চিত্র ২.১৭ সুগম সাইনবোর্ড বসানোর মাত্রা ২৪

চিত্র ২.১৮ গুরুত্বপূর্ণ সাইনেজ ২৬

চিত্র ২.১৯ সাইনেজের কিছু করণীয় ও বর্জনীয় ২৭

চিত্র ২.২০ একটি আদর্শ ট্যাকটাইল ম্যাপের উদাহরণ ২৮

চিত্র ৩.১ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য পথ নির্দেশিত জরুরি নির্গমন পরিকল্পনা ৩০

চিত্র ৩.২(ক) প্রবীণ ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক বুথ ৩১

চিত্র ৩.২(খ) প্রবীণ ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক বুথ ৩২

সংক্ষিপ্তাকারের তালিকা

CRPD কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিসেবেলিটিজ

DoP ড্রপ-অফ পয়েন্ট

ICH অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

ISL ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ

NID ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন

NGO(s) বেসরকারি সংস্থা

OPD প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সংগঠন

PuP পিক-আপ পয়েন্ট

(RPwD) Act প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬

SOP(s) মান-নির্ধারক কার্যপদ্ধতি

TGSI ট্যাকটাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটর

UDIP ইউনিভার্সাল ডিজাইন ইন্ডিয়া প্রিন্সিপলস

UDID ইউনিক ডিজঅ্যাবিলিটি আইডি

UNCRPD জাতিসংঘের প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন

১ প্রসঙ্গ ও ভূমিকা

ব্যবহারকারীর প্রয়োজন-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি

১.১ প্রসঙ্গ

সাংস্কৃতিক উৎসবসমূহ (Intangible Cultural Heritage – ICH) সংরক্ষণে, সার্বিক মানুষের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানে ও ঐতিহ্য উদ্‌যাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উৎসবগুলো কেবল সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিফলন নয়, বরং মানুষকে যৌথ অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণের সুযোগও দেয়। তবে বাস্তবে অনেক মানুষের কাছে এই উদ্‌যাপনগুলো ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য জনসমাবেশ পূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থানে প্রবেশ ও অংশগ্রহণ প্রায়শই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তাঁরা এই উৎসবের পূর্ণ আনন্দ গ্রহণ করতে পারেন না। সমাজের নানা ক্ষেত্রে সার্বিক অন্তর্ভুক্তি ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির পরও, বহু উৎসব ও জনসমাগমমূলক অনুষ্ঠানে এখনও সকল মানুষ – তাঁদের সক্ষমতা নির্বিশেষে – সমানভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবেনই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ভারতে ২০১৬ সালের **প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন (Rights of Persons with Disabilities – RPwD Act, 2016)** জনসাধারণের সকল স্থানে সুগমতাকে বাধ্যতামূলক করেছে, যার মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত। এই আইন অনুযায়ী, প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিরা যেন পরিকাঠামো, পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ মাধ্যমের পূর্ণ প্রাপ্যতা ভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু, আইনী কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও সাংস্কৃতিক উৎসবগুলিতে ন্যায্য প্রবেশাধিকার প্রদানে এখনও নানা বাধা রয়ে গেছে, যা এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কতটা জরুরি সেখানেই আলোকপাত করে।

এছাড়াও, ভারতের সুপ্রিমকোর্টের সাম্প্রতিক রায়গুলো সকল স্থানে প্রবেশযোগ্যতা ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষের অধিকার নিয়ে দায়বদ্ধতাকে আরও জোরদার করেছে, যেখানে আদালত সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে সকল জনসাধারণের স্থানকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে এবং অংশগ্রহণের সব বাধা দূর করতে হবে।

এই চ্যালেঞ্জের একটি বড় উদাহরণ এবং একই সঙ্গে সমাধান বের করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হল কলকাতার দুর্গাপূজা। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কো কর্তৃক রিপ্রেজেন্টেটিভ লিস্ট অফ ইনট্যাঞ্জিবেল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি -এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই স্বীকৃতি শুধু কলকাতার একটি প্রধান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবেই নয়, বরং ভারতের বহমান ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেও দুর্গাপূজার গুরুত্বকে তুলে ধরে। এই উৎসবে সার্বিক মানুষের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, এবং অননুভবনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে এর ভূমিকা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

দুর্গাপূজার ব্যাপ্তি বিশাল। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালের দুর্গাপূজার সময় কলকাতা মেট্রো ছয় দিনের মধ্যে (মহাপঞ্চমী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত) **৪১ লক্ষাধিক যাত্রী পরিবহন করেছে**, যা উৎসবকালে জনসমাগমের বিপুল পরিমাণ ও জনপরিকাঠামোর উপর প্রচণ্ড চাপকে প্রতিফলিত করে।

(১) জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কতটা জরুরি সেই দিকেই দিক নির্দেশ করে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় **২.২১%**।

(২) এবং প্রায় **৮.৬% মানুষ ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী**।

(৩) এই পরিসংখ্যানগুলো স্পষ্ট করে যে, দুর্গাপূজার মতো সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণে বিপুল সংখ্যক মানুষ নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। যদিও পশ্চিমবঙ্গের তথ্যও একই রকম প্রবণতা নির্দেশ করে, তবে রাজ্যস্তরের বিস্তারিত তথ্য সীমিত। স্থানীয় সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ইঙ্গিত দেয় যে অনেক বড় ও সুপরিচিত পূজামণ্ডপ এখনও শারীরিকভাবে অপ্রবেশযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি বেসরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী **৭০% এরও বেশি বড় মণ্ডপ অপ্রবেশযোগ্য**।

(৪) এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, সার্বিক মানুষের পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধাগুলো সম্ভাব্য নয় বরং ইতিমধ্যেই বাস্তব সমস্যায় রূপ নিয়েছে।

এটি একটি গুরুতর চিত্র তুলে ধরে। প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী নারী এবং অন্যান্য যাঁদের প্রবেশের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে – এই বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রায়শই জনসমাগম, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামোগত নকশা, প্রবেশযোগ্য রুট ও সুযোগসুবিধার অভাব, এবং ব্যবস্থাপনা জনিত কারণে দুর্গাপূজার মতো জনসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারেন না।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, ভারতে জাতিসংঘ (UN), ইউনেস্কোকে (UNESCO) প্রযুক্তিগত নেতৃত্বে রেখে, সাংস্কৃতিক উৎসবগুলিতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননির্ধারক নীতি (SOP) প্রণয়নের জন্য আইআইটি খড়গপুরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। ২০২৫ সালের এই সংস্করণটি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজার জন্য প্রস্তুত করা হলেও, এটি এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে সমস্ত দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে—পরিসর, অবস্থান বা আয়োজক সংস্থার ভিন্নতা নির্বিশেষে—প্রয়োগযোগ্য ও সম্প্রসারণযোগ্য হয়। স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সম্মান জানিয়ে এটি প্রেক্ষাপটভিত্তিকভাবে অভিযোজিত করা সম্ভব, তবে প্রবেশগম্যতার যে মানদণ্ড রয়েছে, তাতে কোনো আপস করা হবে না।

এই নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হলো—প্রতিটি ধাপের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নের মধ্যে প্রবেশগম্যতা, নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ, গর্ভবতী নারী এবং অন্যান্যভাবে প্রবেশ-প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সমানভাবে দুর্গাপূজার আনন্দে অংশ নিতে পারেন—শুধু ভারতে নয়, বিশ্বব্যাপী।

এই মাননির্ধারক নীতি (SOP)-গুলি উৎসব-আয়োজক, পুজো কমিটি এবং স্থানীয় প্রশাসনের জন্য একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ সরবরাহ করা হবে, যাতে সাংস্কৃতিক উৎসব সর্বজনীনভাবে প্রবেশগম্য হয় এবং প্রত্যেকে—তাঁদের সক্ষমতা নির্বিশেষে—এই উদ্‌যাপনে অংশ নিতে পারেন।

---

১ https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/kolkata-metro-records-over-4-million-passengers-during-durga-puja-festivities/articleshow/104703346.cms

২ https://depwd.gov.in/

৩ https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ElderlyinIndia_2016.pdf

৪ https://newzhook.com/story/13636/

১.২ মাননির্ধারক নীতি (SOP)-এর লক্ষ্য

এই মাননির্ধারক নীতি (SOP)-গুলির লক্ষ্য হলো উৎসব আয়োজক, সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের জন্য কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করা, যাতে সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। বিশেষভাবে, এর লক্ষ্যসমূহ হলো:

১। ভারতের প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত আইনগত ও নীতিগত অঙ্গীকারগুলিকে ছোট ও বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহারিক ও বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবস্থায় রূপান্তর করা।

২। উৎসব প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সনদের (CRPD) ধারা ৯ (প্রবেশগম্যতা), ধারা ১১ (ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি), এবং ধারা ৩০ (সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।

৩। প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন (RPwD) আইন, ২০১৬-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা — বিশেষত ধারা ৮ (ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সুরক্ষা); ধারা ৪০–৪৬ (নির্মিত পরিবেশ, পরিবহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সার্বিকতা); এবং ধারা ৪৮–৪৯ (পরিসংখ্যান/তথ্য এবং UDID সিস্টেম) সম্পর্কিত বিধান।

৪। ভারতীয় রাজ্যগুলোর প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অভিযোজিত করা যায় এমন একটি প্রতিলিপিযোগ্য উৎসব-অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল প্রদান করা।

১.৩ জাতীয় নীতি ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের জাতীয় *প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তির অধিকার আইন (RPwD Act), ২০১৬* দেশে সকলস্তরে প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির জন্য আইনগত ভিত্তি প্রদান করে, বিশেষত গণসমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে:

১. **ধারা ৮**: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবিক জরুরি অবস্থা সহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব।

২. **ধারা ৪০–৪৬**: বাস্তবিক পরিবেশ, পরিবহন, তথ্য ও যোগাযোগ, এবং জনসেবা ক্ষেত্রে সুগমতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা।

৩. **ধারা ৪৮–৪৯**: জাতীয় পরিসংখ্যান এবং প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য *ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডি (UDID)* কাঠামো সুনিশ্চিত করা।

১.৪ আন্তর্জাতিক নীতি (SOP) ও প্রাসঙ্গিক মানদণ্ড

এই মাননির্ধারক নীতি (SOP)-সমূহ অন্তর্ভুক্তি, প্রবেশগম্যতা এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ (disaster resilience) প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও কাঠামো থেকেও প্রণোদিত:

প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত সনদ (CRPD):

১. **ধারা ৯ (সুগম্যতা)** — রাজ্যগুলিকে সমতার ভিত্তিতে নির্মিত পরিবেশ, পরিবহন, তথ্য ও যোগাযোগ এবং পরিষেবায় সুগম অবস্থা নিশ্চিত করতে বাধ্য করে।

২. **ধারা ১১ (ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি)** — দুর্যোগ ও জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়।

৩. **ধারা ৩০ (সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ)** — সাংস্কৃতিক জীবন, বিনোদন, অবসর এবং খেলাধুলায় অন্যদের সমান ভিত্তিতে অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (২০১৫–২০৩০):

১. **অনুচ্ছেদ ১৯(জি)** — প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিসহ বিভাজিত তথ্যের (disaggregated data) ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ঝুঁকিসচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর জোর দেয়। তার মধ্যে অন্যতম হল অংশীদারদের অংশগ্রহণ এবং সহজলভ্য আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা।

ইন্ট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ সংরক্ষণের জন্য ইউনেস্কো-র অপারেশনাল নির্দেশিকা (ICH):

১. এলাকার মানুষ, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের কাছে সেই সমস্ত উপকরণ, বস্তু, নিদর্শন, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক স্থান এবং স্মৃতির ক্ষেত্রসমূহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, যেগুলির অস্তিত্ব অননুভুত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রকাশের জন্য অপরিহার্য।

১.৫ মাননির্ধারক নীতি (SOP) তৈরির পদ্ধতি

এই মাননির্ধারক নীতিগুলি (SOP) একটি ব্যবহারকারী-সংবেদনশীল, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল:

১. দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের সময় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, ওপিডি(OPD) এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ।
২. নির্বাচিত প্যান্ডেলে গিয়ে সরেজমিনে সমীক্ষা।
৩. পূজা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মূল তথ্যভিত্তিক আলোচনা।
৪. ওপিডি (OPD) এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোর গ্রুপের বৈঠক।
৫. CRPD, RPwD আইন, NBC-এর প্রেক্ষিতে বহু-স্তরীয় প্রযুক্তিগত পর্যালোচনা ।

চিত্র ১.১ কলকাতার পূজা প্যান্ডেলে ভিড়ের আলোকচিত্র

চিত্র ১.২ পূজা প্যান্ডেল পরিদর্শন ও এলাকাভিত্তিক অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ (ছবি – মাসআর্ট)

চিত্র ১.৩ অনলাইনে কোর গ্রুপের পরামর্শ

চিত্র ১.৪ পূজা কমিটির সঙ্গে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

১.৬ প্রয়োগ ও অংশীদারিত্ব

প্রধান ব্যবহারকারী

১. **পূজা কমিটি ও উদ্যোক্তারা:** এই **মাননির্ধারক নীতি (SOP)** -এর প্রধান ব্যবহারকারী। তাঁরা দায়বদ্ধ যে প্যান্ডেল, সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান এবং পরিসেবামূলক আয়োজনগুলি যেন প্রবেশগম্য, নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।
২. **উৎসব পরিচালক দল:** এর মধ্যে শৈল্পিক কুশলী, সাজসজ্জা শিল্পী, কন্ট্রাক্টর, এবং পরিসেবা প্রদানকারীরা থাকবেন, যারা প্যান্ডেল নির্মাণ, আলোকসজ্জা, শব্দ, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে যুক্ত থাকেন।

সরকারি কর্তৃপক্ষ (দ্বিতীয় ব্যবহারকারী)

১. কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নোডাল দফতরসমূহ—এই **মাননির্ধারক নীতি (SOP)** জারি করার জন্য দায়বদ্ধ।
২. **পুলিশ** – ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী উভয় বিভাগ, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশগম্য চলাচলের করিডর ও নিরাপত্তা তদারকি করবেন।
৩. **অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা বিষয়ক দফতর** – অভিগম্য ফায়ার এক্সিট, উদ্ধার পথ ও মহড়া নিশ্চিতকরণ করবেন।
৪. **নগর ও স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা** – পৌরসভা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, যাদের দায়িত্ব সার্বিক ব্যবহারের জন্য নির্মিত শৌচাগার, চলাচলের সুগম রাস্তা, পানীয় জল ও পরিকাঠামো নিশ্চিত করবেন।
৫. **রাজ্য ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (SDMA/DDMA)** – দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এবং RPwD আইন, ২০১৬ এর ৮(৩) ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক রেকর্ড সংরক্ষণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের সময়োচিত তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

অন-গ্রাউন্ড পরিসেবা প্রদানকারী

১. **স্বেচ্ছাসেবকরা** – দর্শনার্থীদের প্রথম সারির সহায়ক; তাঁদের প্রবেশগম্যতার সচেতনতা, সম্মানজনক বার্তালাপ এবং মৌলিক ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে (ISL) প্রশিক্ষিত হতে হবে।
২. **প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সংগঠন (OPD)** – দৃষ্টি, শ্রবণ, চলাচল, বৌদ্ধিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, যারা অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবেন।
৩. **এনজিও এবং কমিউনিটি গ্রুপ** – সামাজিক প্রচার, সচেতনতা এবং পরিসেবা ভিত্তিক সজাগ বার্তা প্রদান করবেন।
৪. **কেতাবী এবং প্রযুক্তিগত অংশীদার** – প্রযুক্তিগত দক্ষতা, অডিট এবং পরিসেবাগত কাঠামো উন্নয়নের নকশা বিষয়ক সমাধান প্রদান করবেন।

১.৭ কারা হবেন সুবিধাভোগী?

এই মাননির্ধারক নীতিগুলি (SOP)-এর উপকারভোগী শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নন, বরং **সব উৎসব অংশগ্রহণকারী**। কারণ প্রবেশযোগ্যতা মানে হলো সবার জন্য আরামদায়ক, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা।

- **প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি (Persons with Disabilities):**
  হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী, দৃষ্টিহীন ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক চ্যালেঞ্জযুক্ত মানুষ।

- **বয়স্ক মানুষ:**

যারা চলাফেরায় অসুবিধা অনুভব করেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না, কিংবা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

- **গর্ভবতী নারী ও শিশু সহ পরিবার:**
  যাঁদের জন্য নিরাপদ বসার স্থান, শৌচাগারের সুবিধা ও সহজ চলাচলের পথ জরুরি।
- **অস্থায়ী শারীরিক সীমাবদ্ধতায় থাকা মানুষ:**
  যেমন দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে যারা হুইলচেয়ার, ক্রাচ বা সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করেন।
- **সাধারণ অংশগ্রহণকারী:**
  প্রবেশযোগ্য রুট, স্পষ্ট সাইনেজ, বিশ্রামস্থল ও নিরাপদ ব্যবস্থা সকল দর্শনার্থীর অভিজ্ঞতা উন্নত করে।

👉 অর্থাৎ, এই মাননির্ধারক নীতিগুলি (SOP) বাস্তবায়িত হলে উৎসব হবে **"সবার জন্য উৎসব"**, যা দুর্গাপূজার আসল অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনাকেই প্রতিফলিত করে।

১.৮ মাননির্ধারক নীতি(SOP) ব্যবহারের উদ্দেশ্য

এই মাননির্ধারক নীতি(SOP) -গুলি এমনভাবে পরিকল্পিত যে উৎসবের প্রতিটি দিক— বাস্তবিক পরিকাঠামো থেকে শুরু করে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জরুরি পরিস্থিতির প্রস্তুতি—ব্যক্তির সক্ষমতা নির্বিশেষে সার্বিকভাবে সুগম হয়।

১. **বাস্তবিক প্রবেশগম্যতার পরিকল্পনা ও নিরীক্ষা:** ধাপবিহীন চলাচলের পথ, র‍্যাম্প, স্পর্শ-সংবেদনশীল (tactile) দিকনির্দেশ, সুগম্য প্রবেশ ও নির্গমনপথ, অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শন ক্ষেত্র, সর্বজনীন নকশায় তৈরি শৌচাগার, প্রবেশগম্য সাইনেজ এবং বিশ্রামের জায়গা সুনিশ্চিত করা।

২. **অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য ও যোগাযোগ:** বহুভাষিক ঘোষণা, দৃষ্টিগত ও শ্রবণগত সতর্কবার্তা, ISL (ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ) অনুবাদ, QR-কোড ভিত্তিক তথ্য এবং ব্রেইল, বড় অক্ষরে মুদ্রিত বা অডিও ইত্যাদি প্রবেশগম্য বিন্যাসে তথ্য প্রদান।

৩. **জরুরি পরিস্থিতির প্রস্তুতি ও ভিড় ব্যবস্থাপনা:** অন্তর্ভুক্তিমূলক নিকেশ মহড়া, জনস্রোতের নকশা, আশ্রয়স্থল এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ—যারা প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, বয়স্ক নাগরিক ও গর্ভবতী মহিলাদের জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা করবেন।

৪. **পর্যবেক্ষণ ও অনুবর্তন** (Monitoring & Compliance): ভারতের *ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, স্ট্যান্ডার্ডস ফর ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসিবিলিটি ইন ইন্ডিয়া (২০২১)* এবং *RPwD আইন, ২০১৬* অনুসারে প্রস্তুত প্রবেশগম্যতার

চেকলিস্ট ব্যবহার, যেখানে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সংগঠন (OPD) এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করে স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা হবে।

১.৯ নির্দেশিকা

এই **মাননির্ধারক নীতি(SOP)** -গুলি *সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা* এবং *সর্বজনীন নকশা* (Universal Design) অবলম্বনে তৈরি হয়েছে: অর্থাৎ এমনভাবে স্থান, পরিষেবা ও তথ্যভিত্তিক নকশা করা যাতে তা সবার দ্বারা, সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহারযোগ্য হয় এবং এর জন্য আলাদা করে শেখার প্রয়োজন না পড়ে। এটি *CRPD-এর ধারা ৯* এবং *ভারতের ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড*-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা নির্মিত পরিবেশ, চলাচল (mobility chains) এবং তথ্য ব্যবস্থার জন্য জাতীয় মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত।

এই পদ্ধতির মূল জায়গাগুলি হলো **মর্যাদা, স্বায়ত্ততান্ত্রিকতা এবং নিরাপত্তা**। কারণ, যেসব ব্যবস্থা প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য উপকারী (যেমন ধাপবিহীন প্রবেশপথ, পরিষ্কার সাইনেজ, দৃশ্যমান/শ্রাব্য সতর্কবার্তা, বিশ্রামের স্থান)—সেগুলো বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, শিশু এবং বৃহত্তর জনগণের জন্যও সমানভাবে সহায়ক।

এই নির্দেশিকাগুলি অনুপ্রেরণা নিয়েছে *ইউনিভার্সাল ডিজাইন ইন্ডিয়া প্রিন্সিপলস (UDIP), © NID, ২০১১* থেকে, যেখানে মূল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যবহারযোগ্যতা এবং সরলতার উপর। দুর্গাপূজা যেহেতু ভারতের অন্যতম বৃহৎ শৈল্পিক উৎসব, তাই এর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও নান্দনিকতাকে মাথায় রেখেই নির্দেশনাগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। একইসঙ্গে, এগুলি যাতে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য, ব্যয়-সাশ্রয়ী এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রণয়ণ করা যায় সেটিও মাথায় রাখা হয়েছে।

চিত্র ১.৫ ইউনিভার্সাল ডিজাইন ইন্ডিয়া প্রিন্সিপলস (NID, 2011)

১.১০ কেন মাননির্ধারক নীতি (SOP)?

দুর্গাপূজা বরাবরই অন্তর্ভুক্তি, সৃজনশীলতা ও যৌথ সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রবেশগম্যতা, চলাচল, তথ্য ও নিরাপত্তাজনিত নানা প্রতিবন্ধকতা প্রায়ই তাঁদের অংশগ্রহণকে সীমিত করে। এই উৎসব ইতিমধ্যেই UNESCO কর্তৃক মানবজাতির *বিশ্ব ঐতিহ্য* হিসেবে স্বীকৃত, তাই এর প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি যেন তার সাংস্কৃতিক মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। UNESCO-র নির্দেশিকাতেও এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই **মাননির্ধারক নীতি (SOP)**-এর জরুরিকরণ তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে:

১. পরিসর ও ঘনত্ব (Scale and Density): প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে কয়েক কোটি মানুষ দুর্গাপূজায় অংশ নেয়। প্রবেশগম্যতায় সামান্য ঘাটতিও বিপুল সংখ্যক মানুষকে বাদ দিতে পারে। মহানগর, বিমানবন্দর এবং প্যান্ডেলের মাঝে পুজার সময় যে বিশাল জনঘনত্বময় চলাচলের বাস্তবতা, তা পূর্ব-পরিকল্পিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি করে।

২. নীতি ও বাস্তবায়নের সেতুবন্ধন (Bridging Policy and Practice): ভারতে সুগম পরিকাঠামোর জন্য শক্তিশালী আইন ও নীতি কাঠামো আছে— *RPwD আইন, ২০১৬, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অব ইন্ডিয়া, UNCRPD,* এবং *সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক*। তবে এগুলি তখনই কার্যকর হয়, যখন মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। এই মাননির্ধারক নীতি (SOP) সেই আইনগত বাধ্যবাধকতাগুলিকে উৎসব সংগঠক, কমিটি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য স্পষ্ট, বাস্তবধর্মী রূপান্তর করতে সাহায্য করে।

৩. বিচার বিভাগীয় নির্দেশ (Judicial Mandate): ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে প্রবেশগম্যতা একটি সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার, কোনো বিকল্প নয়। *রাজীব রতুরি বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০১৭)* মামলায় আদালত সরকারকে সকল সরকারি ভবন ও পরিষেবায় বাধাহীন প্রবেশ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। সম্প্রতি, *হ্যান্ডবুক অন পারসন্স উইথ ডিসেবেলিটিস* (*Handbook on Persons with Disabilities) ,২০২৪* এবং চলমান নির্দেশাবলীর মাধ্যমে আদালত পুনরায় বলেছেন যে সকল সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ পরিকাঠামো, তথ্য ও পরিষেবাকে প্রবেশগম্য করার আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন। তাই এই মাননির্ধারক নীতি (SOP) রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে সেই নির্দেশ পূরণের একটি হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করে।

অতএব, অভূতপূর্ব অংশগ্রহণের পরিসর, বাধ্যতামূলক আইনগত ও নীতিগত কাঠামো এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার মিলন এই মাননির্ধারক নীতি (SOP)-কে শুধুমাত্র সময়োপযোগী নয়, বরং অপরিহার্য করে তুলেছে। এখনই পদক্ষেপ নিলে দুর্গাপূজা শুধু বিশ্বের বৃহত্তম পাবলিক আর্ট ফেস্টিভ্যাল নয়, বরং সবার জন্য প্রবেশগম্যতা, নিরাপত্তা ও মর্যাদার একটি বৈশ্বিক মডেল হয়ে উঠতে পারে।

১.১১ মাননির্ধারক নীতি (SOP)-র কাঠামো

বাস্তবায়নে সুবিধার জন্য মাননির্ধারক নীতি (SOP)-এর দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. বাস্তবিক নকশার মানদণ্ড (Physical Design Standards): চলাচলের পথ, পৃষ্ঠতল, ঢাল, প্রবেশ/প্রস্থান, দর্শন ও বিশ্রাম অঞ্চল, শৌচালয়, সাইনেজ/পথনির্দেশ, আলোকসজ্জা, সহায়ক সুবিধা।

২. ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক প্রোটোকল (Management & Administrative Protocols): স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ (ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মৌলিক জ্ঞানসহ), অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য/সতর্কবার্তা, টিকিটিং/সারি

ব্যবস্থা, সহায়ক পরিসেবা, জরুরি পরিস্থিতি/নিকেশ পরিকল্পনা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, এবং পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা সরঞ্জাম।

এই উপাদানগুলি একসঙ্গে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পিত, যেখানে **অবশ্যপালনীয় মান (non-negotiables)** এবং **উন্নয়নমূলক সুপারিশ (recommended good practices)** উভয়ই রয়েছে, যা *ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অব ইন্ডিয়া* এবং *RPwD আইন* এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.১২ প্রয়োগ সংক্রান্ত নোট

যদিও এই মাননির্ধারক নীতি (SOP) -এর ২০২৫ সংস্করণ কলকাতার দুর্গাপূজার প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়েছে, তবুও এর নীতি ও সুপারিশ প্রযোজ্য:

১. যে কোনো দুর্গাপূজা প্যান্ডেল—তার আকার, অবস্থান বা আয়োজক সংস্থা ব্যতিরেকে।
২. ভারতের অন্যান্য উচ্চ-ভিড় সম্পন্ন সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা জনসমাগমমূলক অনুষ্ঠানে, যেখানে স্থানীয় ভৌগোলিক, পরিকাঠামোগত ও প্রশাসনিক বাস্তবতা অনুযায়ী সামান্য পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে।

ইউনিভার্সাল ডিসাইন প্রিন্সিপাল, RPwD আইন, ২০১৬ এর নির্দেশনা, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অব ইন্ডিয়া, এবং ভারতের UNCRPD ও সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্কের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই SOPs তৈরি হয়েছে। তাই এগুলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত হতে পারে, তবে একটিই মৌলিক, **অবশ্যপালনীয় প্রবেশগম্যতার মান** সর্বত্র বহাল থাকবে।

১.১৩ বাস্তবায়নের নিয়মাবলী

কলকাতার মতো শহরে বিভিন্ন আকার, পরিসর, অবস্থান, চলাচলের ধারা ও পরিবহন চিত্রের ভিন্নতার কারণে এই নির্দেশিকার কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তবে কিছু দিক একেবারেই **অবশ্যপালনীয়**। নির্দেশিকাটিকে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর করতে তাই নিম্নলিখিত বিভাজন করা হয়েছে:

- **অবশ্যপালনীয় মানদণ্ড (Non-Negotiable Standards / Mandatory Minimums):** প্রতিটি প্যান্ডেলে, আকার বা উপলব্ধ সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে, এইসব ব্যবস্থা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে।
- **উন্নয়নমূলক (Desirable / Aspirational Good Practices):** এইসব ব্যবস্থা প্রবেশগম্যতা, অংশগ্রহণ ও ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। এগুলি বাস্তবায়ন করা উচিত যেখানে সম্ভব। এর মধ্যে সেই সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যেগুলি —

  ১. তাৎক্ষণিক বিপদ বা ঝুঁকি কমানোর দিকে নয়, বরং ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধির বাস্তবায়নে মনোযোগী

হতে হবে ।

২. জরুরি নয়, কিন্তু সময় মতো উপলব্ধতার বিন্যাসে বাস্তবায়নযোগ্য।

৩. বাস্তবায়নে রসদের জটিলতা থাকতে পারে।

৪. ব্যয়-সুবিধার অনুপাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ।

এই **দুই-স্তরীয় পদ্ধতি** মাননির্ধারক নীতি (SOP)-কে একইসঙ্গে বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল করে তোলে—যেখানে ন্যূনতম সুগম্যতা প্রতিটি প্যান্ডেলে নিশ্চিত হয়, আবার উৎসব পরিচালনায় উদ্ভাবন ও নেতৃত্বকেও উৎসাহিত করা হয়।

---

২ বাস্তবিক পরিকাঠামোর নকশাগত মানদণ্ড

অঞ্চলভিত্তিক নির্দেশিকা

২.১ ড্রপ-অফ পয়েন্ট (Drop-off Point – DoP) / পিক-আপ পয়েন্ট (Pick-up Point – PuP)

উদ্দেশ্য: প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক ও প্রবেশগম্য আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করা।

ক) ড্রপ-অফ পয়েন্ট/ পিক-আপ পয়েন্ট

- প্রতিটি লেনের ন্যূনতম মাপ হওয়া উচিত ৫৪০০ মিমি x ৩৯০০ মিমি।
- লেনগুলো স্পষ্টভাবে *ইন্টারন্যাশনাল সিম্বল অব অ্যাক্সেসিবিলিটি* দ্বারা চিহ্নিত থাকতে হবে।
- DoP/PuP সূর্যের তাপ ও বৃষ্টির হাত থেকে সুরক্ষার জন্য ছাউনিযুক্ত হতে পারে।

খ) প্রবেশগম্য রুট সংযোগ

- DoP/PuP থেকে মূল প্যান্ডেল প্রবেশপথ পর্যন্ত রুটটি মসৃণ ও সিঁড়িবিহীন (step-free) হতে হবে।
- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য পুরো রুটটি একটি নিরবচ্ছিন্ন ট্যাক্টাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটার (*Tactile Ground Surface Indicator -TGSI)* দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে।
- DoP/PuP এবং মূল প্রবেশ/প্রস্থান পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব ৩০ মিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়।

- দূরত্ব যদি ৩০ মিটারের বেশি হয়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা যেমন হুইলচেয়ার বা ব্যাটারি চালিত যানবাহন রাখতে হবে।

গ) সাইনেজ ও তথ্য

- প্রবেশগম্য রুটকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধিতা সাইনেজ দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।
- প্রবেশগম্য প্যান্ডেল প্রবেশপথ চিহ্নিত করার জন্য অন্তত ৬০০ মিমি x ৬০০ মিমি আকারের উল্লম্ব সাইনেজ স্থাপন করতে হবে, যার উচ্চতা হবে কমপক্ষে ২১০০ মিমি, যাতে সহজে দৃশ্যমান হয়।
- সাইনেজ দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) হওয়া আবশ্যক; ত্রিভাষিক হলে উত্তম।
- প্রয়োজনে ব্রেইল লিপিতে তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।
- সাইনেজ ও প্রবেশ মানচিত্রে QR কোড অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যাতে একই তথ্যের ডিজিটাল অ্যাক্সেস পাওয়া যায়।

ঘ) স্বেচ্ছাসেবক

- DoP/PuP-এ সব সময় অন্তত একজন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত থাকতে হবে।
- স্বেচ্ছাসেবকদের যাতে সহজে চেনা যায় এমনভাবে (ইউনিফর্ম, আইডি ব্যাজ বা ভেস্ট) পরিধান করতে হবে।

ঙ) পার্কিং

- DoP/PuP-এর নিকটে বাধাহীন (Barrier-free) পার্কিং লেন রাখা আবশ্যক।
- পার্কিং লেন অবশ্যই অ্যাক্সেসিবিলিটি সাইনেজ দিয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকতে হবে।
- এগুলি প্রধান প্রবেশগম্য রুটের কাছাকাছি স্থাপন করতে হবে, যাতে সরাসরি প্যান্ডেলে পৌঁছানো যায়।

চিত্র ২.১ ড্রপ-অফ পয়েন্ট / পিক-আপ পয়েন্ট

চিত্র ২.২ সহজগম্য পথে, বাধামুক্ত পার্কিং

চিত্র ২.৩ সহজগম্য পথে, বাধামুক্ত পার্কিং

২.২. ড্রপ-অফ / পিক-আপ পয়েন্ট থেকে প্যান্ডেল পর্যন্ত সহজগম্য পথ

উদ্দেশ্য: নির্দিষ্ট ড্রপ-অফ / পক-আপ পয়েন্ট (DoP/PuP) এবং প্রধান প্যান্ডেল প্রবেশ/প্রস্থান পয়েন্টের মধ্যে একটি নিরাপদ, ধাপমুক্ত এবং বাধাহীন চলাচলের পথ নিশ্চিত করা, যা হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য উপযোগী হবে।

ক) চলাচল পথের প্রস্থ

- আলাদা প্রবেশ এবং প্রস্থান রুট থাকতে হবে, প্রতিটির ন্যূনতম প্রস্থ **১.২ মিটার**।
- দ্বিমুখী চলাচলের ক্ষেত্রে:

  ১. পছন্দনীয় প্রস্থ: **১.৮ মিটার**।

  ২. ন্যূনতম প্রস্থ: **১.৫ মিটার** (যদি প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতা বা কম ভিড় থাকে)।
- উচ্চ ভিড়যুক্ত প্যান্ডেলে ন্যূনতম প্রস্থ **১.৮ মিটার** রাখা আবশ্যিক।

খ) ঢাল

- পথচারী চলাচলের রাস্তায় ঢাল **১:২০**-এর বেশি হওয়া চলবে না।

গ) পৃষ্ঠতল

- পথ অবশ্যই ধাপমুক্ত, সমতল এবং অ্যান্টি-স্কিড হতে হবে।
- চলাচলের পথ জল জমা, আলগা উপকরণ বা অসম পৃষ্ঠবিহীন থাকতে হবে।
- ওপরের স্তর শক্ত, ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত, হাঁটা ও হুইলচেয়ার চলাচলের উপযোগী হতে হবে।

ঘ) রেলিং

- চলাচলের পথের দুই পাশে রেলিং থাকতে হবে।

  ১. উচ্চতা: দুই স্তরে, **৭০০ মিমি থেকে ৯০০ মিমি** এর মধ্যে।

  ২. ব্যাস: **৩৮–৪৫ মিমি** যাতে আরামদায়ক ও নিরাপদভাবে ধরা যায়।

  ৩. রঙ: সহজে দৃশ্যমান করার জন্য পটভূমির সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ।

  ৪. উপাদান: মসৃণ, টেকসই, ধারালো বা ক্ষতিকর প্রান্তবিহীন।

ঙ) লেভেল পরিবর্তন

- চলাচলের পথে পরিবর্তনগুলি বৈপরীত্যপূর্ণ রঙ বা ভিন্ন উপাদান দিয়ে হাইলাইট করতে হবে।
- উল্লম্ব উচ্চতা এবং ঢালের প্রয়োজনীয়তা নিচের সারণি অনুযায়ী হতে হবে।

- প্রবেশ পথের উচ্চতা রাস্তার স্তর/DoP/PuP-এর থেকে সর্বোচ্চ **১৫০ মিমি** বেশি হতে পারবে এবং উপযুক্ত ঢাল দিয়ে সংযুক্ত থাকতে হবে।
- যেখানে স্থায়ী র‍্যাম্প সম্ভব নয়, সেখানে অস্থায়ী ঢাল ব্যবহার করতে হবে।

উল্লম্ব উচ্চতার পরিবর্তন (মিমি)	**ঢাল কমপক্ষে**
০ থেকে ১৫	১:২
১৫ এর বেশি থেকে ৫০ পর্যন্ত	১:৫
৫০ এর বেশি থেকে ২০০ পর্যন্ত	১:১০
২০০-এর বেশি	১:১২

চ) ট্যাক্টাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটরস (TGSIs)

- পুরো রুট জুড়ে একটি অবিচ্ছিন্ন TGSI স্ট্রিপ বসাতে হবে (ধারের থেকে ন্যূনতম **৩০০ মিমি** দূরে)।
- হাঁটার পথের শেষের **৩০০ মিমি আগে ও পরে** সতর্কীকরণ ব্লক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- চলাচলের দিক নির্দেশ করার জন্য **দিক নির্দেশক** TGSI ব্যবহার করতে হবে।
- **হ্যাজার্ডাস** TGSI দিতে হবে মোড়ে বা যেখানে পথের দিক পরিবর্তিত হয়।

ছ) প্রতিবন্ধকতাহীন পথ

- চলাচলের পথে ঝোপঝাড়, খুঁটি, সাইনবোর্ড বা আসবাবপত্রের মতো বেরিয়ে আসা জিনিস থাকা চলবে না।
- উৎসব চলাকালীন সময়ে পথ অবশ্যই বাধাহীন রাখতে হবে।

চিত্র ২.৪ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীকতা যুক্ত জন্য রেলিং-যুক্ত আলাদা পথ

চিত্র ২.৫ প্রাঙ্গণের ভেতরে র‍্যাম্প নকশা

চিত্র ২.৬(ক) দিক পরিবর্তন ও বিপজ্জনক সতর্কবার্তার জন্য TGSI

চিত্র ২.৬(খ) চলাচলের দিক নির্দেশক টাইলস

চিত্র ২.৭ বিপজ্জনক ও দিকনির্দেশক টাইলস বসানোর সাধারণ নির্দেশিকা

২.৩. প্যান্ডেলে প্রবেশ ও প্রস্থান

উদ্দেশ্য: সকল দর্শনার্থী— যাঁদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী ও শিশুরা অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা যাতে নিরাপদে, আরামে এবং মর্যাদার সঙ্গে প্যান্ডেলে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা।

ক) ধাপ-মুক্ত প্রবেশ

- যতদূর সম্ভব প্রবেশপথ ধাপ-মুক্ত রাখতে হবে।
- প্রবেশপথ উঁচু হলে সেখানে র‍্যাম্প রাখতে হবে, এবং র‍্যাম্পের ঢালের মাত্রা ২.২ (ই) ধারা অনুযায়ী হতে হবে।

খ) নামা ও ওঠার স্থান

- প্রতিটি প্রবেশ/প্রস্থান পথে একটি পরিষ্কার, শক্ত ও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত নামা/ওঠার জায়গা থাকতে হবে।
- এর আকার আদর্শভাবে ১৮০০ মিমি x ১৮০০ মিমি হওয়া উচিত; সর্বনিম্ন ১২০০ মিমি x ১২০০ মিমি হওয়া আবশ্যক।
- এই জায়গাটি সরাসরি প্রবেশ/প্রস্থানের সুলভ পথ ও সুগম্য পথ (Sugamya Path, ধারা ২.৪ দেখুন)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

গ) সহজপ্রবেশ্য/সুগম প্রবেশপথের অবস্থান

- অন্তত একটি সহজপ্রবেশ্য/সুগম প্রবেশপথ প্রধান প্রবেশপথের সাথেই রাখতে হবে।
- এই প্রবেশপথটি শারীরিকভাবে আলাদা বা কর্ডন করা থাকতে হবে যাতে ভিড় জমতে না পারে।
- এখানে স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক প্রবেশযোগ্যতার প্রতীক (International Symbol of Accessibility) প্রদর্শিত থাকতে হবে।

ঘ) প্রবেশপথের প্রস্থ

- সহজপ্রবেশ্য প্রবেশপথের ন্যূনতম প্রস্থ ১০০০ মিমি হতে হবে, এবং তা আদর্শভাবে ১৫০০ মিমি হওয়া উচিত।

চিত্র ২.৮ রেলিং-যুক্ত র‍্যাম্প দিয়ে প্যান্ডেলে প্রবেশ

২.৪. প্যান্ডেলের ভেতরে চলাচল (সুগম্য পথ)

উদ্দেশ্য: প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য প্যান্ডেলের ভেতরে নিরাপদ, ধাপ-মুক্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা—যাতে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে, আরামে ও মর্যাদার সঙ্গে চলাফেরা করতে পারেন।

ক) সুগম্য পথ

- প্যান্ডেলের ভেতরে চলাচলের জন্য অন্তত ১.৫ মিটার প্রশস্ত আলাদা করিডর/পথ রাখতে হবে।
- পথটি যেন দখল হয়ে না যায়, সেজন্য চেন, বলার্ড বা ব্যারিকেড দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।
- প্যান্ডেলের নকশা অনুযায়ী পথের দৈর্ঘ্য যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে।
- কোনো অবস্থাতেই চলাচলের পথের প্রস্থ ৯০০ মিমি-এর কম হবে না, এবং পথ যেন কোনো রকম উঁচু-নিচু, ঝুলন্ত বা আলাদা দাঁড়িয়ে থাকা জিনিস থেকে মুক্ত থাকে।
- ট্যাকটাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটর (TGSI) ব্যবহার করে মূল প্রবেশ/প্রস্থানপথ এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী জোনে নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

খ) ম্যানুভারিং স্পেস

- দরজার মুখে ও মোড় ঘোরার জায়গায় অন্তত ১২০০ মিমি প্রশস্ত ম্যানুভারিং স্পেস রাখতে হবে।
- পথে যেকোনো উঁচু–নিচু স্তর মানসম্মত ঢালু র‍্যাম্প দিয়ে সমাধান করতে হবে (দেখুন ধারা ২.২ (ই))।
- যদি মাঝপথে র‍্যাম্প থাকে:
  ১. হুইলচেয়ার ঘোরার মতো ল্যান্ডিং স্পেস রাখতে হবে।
  ২. উভয় পাশে হ্যান্ডরেল বসাতে হবে।

গ) মেঝের উপকরণ

- ভেতরের মেঝে অ্যান্টি-স্কিড/হড়কানো বিহীন, নন-স্লিপ/পিছলানো বিহীন, এবং হুইলচেয়ার ও চলাচল–সহায়ক যন্ত্রের জন্য উপযোগী হতে হবে।
- কার্পেট এড়িয়ে চলা উচিত; যদি কার্পেট প্রয়োজন হয় তাহলে তার পুরুত্ব ১২ মিমি-এর বেশি হবে না।
- কার্পেট অবশ্যই মেঝের সঙ্গে সমানভাবে লাগানো থাকতে হবে, বিশেষ করে ট্রানজিশন পয়েন্টে/বাঁকের জায়গায়।
- উচ্চ-কনট্রাস্ট প্যাটার্ন (যেমন স্ট্রাইপ, চেক, জেব্রা) এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এগুলো বয়স্ক বা স্বল্প দৃষ্টি/কগনিটিভ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তির জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ) হ্যান্ডরেল ও ট্যাকটাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটর (TGSIs)

- সুগম্য পথে হ্যান্ডরেল রাখতে হবে সহায়তার জন্য।
- পথ যেন গাছের টব, বিজ্ঞাপন, বা আলঙ্কারিক বাধা থেকে মুক্ত থাকে।
- ট্যাকটাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটর (TGSI) ব্যবহার করতে হবে মানসম্মত নিয়মে, যাতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধক্তা যুক্ত আগতরা চলাচলে সুবিধা পান।

ঙ) উঁচু/বাহিরে বেরোনো বস্তু

- দেওয়ালে লাগানো কোনো বস্তু যেন প্রয়োজনীয় প্রস্থ কমিয়ে না দেয়।
- যদি দেওয়াল থেকে কোনো বস্তু বেরিয়ে থাকে, তবে পথের ন্যূনতম প্রস্থ হতে হবে ১৫০০ মিমি।
- বেরিয়ে থাকা বস্তু পরিবেশের পটভূমির সঙ্গে ভিজ্যুয়ালি কনট্রাস্টেড হতে হবে।

চ) বিশেষ স্থান

- পুষ্পাঞ্জলি মঞ্চ সরাসরি সুগম্য পথের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।
- মঞ্চ থেকে দেবীর মূর্তি পর্যন্ত পরিষ্কার ও বাধাহীনভাবে দৃশ্যমান হতে হবে।
- এখানে স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে, যাতে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা যায়।

ছ) বিশ্রাম স্থান

- যখন চলাচলের দূরত্ব ৫০ মিটার ছাড়িয়ে যাবে, তখন বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রস্তাবিত দূরত্ব: প্রতি ৩০ মিটার অন্তর বিশ্রাম স্থান রাখা শ্রেয়।
- আসনসংক্রান্ত মানদণ্ড: দেখুন ধারা ২.৬ (গ)।
- আসনের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে কতজন আগত সেই অনুযায়ী।
- প্যান্ডেলের ভেতরে বিশ্রাম সর্বোচ্চ ১০ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে উৎসাহিত করতে হবে।

চিত্র ২.৯ প্যান্ডেলের ভেতরে অবাধ চলাচলের পথ (সুগম্য পথ)

চিত্র ২.১০ বিবিধ ব্যবহারকারীদের জন্য ন্যূনতম পথের প্রস্থ

চিত্র ২.১১ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের বসার স্থান (সুগম্য পথের পাশে)

২.৫. প্রতিমা দর্শন

উদ্দেশ্য: যেন সকল দর্শনার্থী, বিশেষত প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ, গর্ভবতী নারী এবং হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরা বাধাহীন ও মর্যাদাপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে বা বসা অবস্থায় প্রতিমা দর্শন করতে পারেন, দাঁড়িয়ে বা বসা অবস্থায়।

ক) সুগম্য পথ থেকে দৃশ্যমানতা

- সুগম্য পথ থেকে প্রতিমা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে হবে।
- দৃশ্যমানতা এমন রাখতে হবে যাতে দাঁড়ানো দর্শনার্থী ও হুইলচেয়ারে বসা দর্শনার্থী উভয়েই প্রতিমা দেখতে পারেন।

খ) দর্শন প্ল্যাটফর্ম (সুগম দর্শন)

- প্যান্ডেলের বিন্যাস ও চলাচলের ধরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে দর্শন প্ল্যাটফর্ম রাখতে হবে।
- প্ল্যাটফর্মের প্রস্থ ন্যূনতম ১৮০০ মিমি হতে হবে।
- দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে হবে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, যেন পর্যাপ্ত দর্শক ধারণক্ষমতা থাকে, কিন্তু ভিড় না হয়।

গ) সুগম্যতার বৈশিষ্ট্য

- সকল দর্শন প্ল্যাটফর্ম সরাসরি সুগম্য পথের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।
- হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য যথেষ্ট ম্যানুভারিং স্পেস থাকতে হবে।
- পৃষ্ঠতল হতে হবে দৃঢ়, সমান, ও পিছলবিহীণ, যাতে ভিড়ের সময়ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

চিত্র

চিত্র ২.১২ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দর্শন প্ল্যাটফর্ম (প্যান্ডেলের ভেতরে)

২.৬. বসার স্থান

উদ্দেশ্য: প্রবীণ, প্রতিবন্ধকতা যুক্ত, গর্ভবতী নারী এবং শিশু সহ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ, আরামদায়ক ও সর্বজনীনভাবে সুগম বিশ্রাম এলাকা ও মৌলিক সুবিধা (বসার স্থান, শৌচাগার, পানীয় জল) প্রদান করা।

ক) অবস্থান ও প্রবেশ

- বিশ্রাম এলাকা প্যান্ডেলের বাইরে রাখা উচিত, তবে প্রবেশ/প্রস্থান পথ থেকে সরাসরি সুগম্য থাকতে হবে।
- বিশ্রাম এলাকার যাবতীয় প্রবেশপথ হতে হবে:
  ১. সুস্পষ্ট, স্বাস্থ্যকর ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষিত।
  ২. নিরাপদ ও অন্তত ১০০ লাক্স আলো দ্বারা আলোকিত।
  ৩. পিছলবিহীন মেঝে ফিনিশ সহ।
  ৪. পথনির্দেশক সাইনেজসহ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত।
  ৫. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ট্যাকটাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটরস (TGSI) যুক্ত।

খ) পরিবেশগত আরাম

- বিশ্রাম এলাকায় পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- আলো হতে হবে সমানভাবে ছড়ানো এবং ঝলকবিহীন।

গ) আসন নকশা

- আসন ব্যবস্থা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পৃথক আসবাব বা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে করা যেতে পারে।
- আসনের সামনে ন্যূনতম ফাঁকা অংশ: ৯০০ মিমি।
- **আসনের মাপ:**
  ১. আসনের উচ্চতা: ৪৫০–৫০০ মিমি।
  ২. আসনের গভীরতা: ৪০০–৪৫০ মিমি।
- **পেছনের হেলান: ১০০°–১০৫° কোণে।**
- **হাতল: মেঝে থেকে উচ্চতা ৭০০ মিমি, আসনের উচ্চতা থেকে ২২০–৩০০ মিমি।**
- **সামনের দিক থেকে হুইলচেয়ার প্রবেশের জন্য: অন্তত ৯০০ মিমি প্রশস্ত, ৪৮০ মিমি গভীর, এবং ৬৮০ মিমি উচ্চতা - হাঁটুর জন্য ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।**

চিত্র ২.১৩ ২৫ জনের জন্য মৌলিক সুবিধাযুক্ত আলাদা বসার স্থান

চিত্র ২.১৪ বড় ভিড় সামলানোর জন্য মডিউল পুনরাবৃত্তি করে সরলরেখার বসার ব্যবস্থা

২.৭। জন-উপযোগিতা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা

শৌচাগার

ক) বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা

- প্রতিটি পূজা প্যান্ডেলের প্রাঙ্গণে অন্তত একটি সর্বজনীনভাবে ব্যবহারযোগ্য (universally accessible) শৌচাগার থাকতে হবে।
- যদি বিদ্যমান শৌচাগার আসন এলাকার থেকে ৩০ মিটারের বেশি দূরে থাকে, তবে আসন এলাকার নিকটে একটি অতিরিক্ত বায়ো-টয়লেট রাখতে হবে।

খ) বিদ্যমান শৌচাগারের উন্নয়ন (Retrofitting)

যেখানে স্থায়ী শৌচাগার আছে, সেখানে নিম্নলিখিত সংযোজন করতে হবে:

১. গ্র্যাব বার (ধরবার রড)।

২. লিভার-ধরনের কল/নল।

৩. সহজে ব্যবহারযোগ্য দরজার লকিং ব্যবস্থা।

৪. জরুরি সংকেত বাজানোর অ্যালার্ম।

৫. রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন জানাতে প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা।

গ) সর্বজনীন ভাবে ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার

- যদি স্থান থাকে তবে হুইলচেয়ার-সহায়ক শৌচাগার নির্মাণ করা যেতে পারে (চিত্র ২.১৫(খ))।
- বায়ো-টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে:

  ১. যদি বিদ্যমান শৌচাগারের সহায়ক হয় → ন্যূনতম আকার ৪’ x ৪’।

  ২. যদি একমাত্র শৌচাগার হয় → ন্যূনতম আকার ৬’ x ৭’।

ঘ) ব্যবহারযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য

১. আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধিতা প্রতীক (International Sign of Disability) দ্বারা চিহ্নিত হতে হবে।

২. আদর্শ নকশা ও বিন্যাসের জন্য চিত্র ২.১৫(ক) ও ২.১৫(খ) দেখুন।

পানীয় জল

ঙ) নকশাগত প্রয়োজনীয়তা

- বিভিন্ন উচ্চতায় ব্যবহারযোগ্য পানীয় জলের কল রাখতে হবে, এর মধ্যে অন্তত একটি কল মেঝে থেকে ৭৫০ মিমি উচ্চতায় থাকতে হবে।

- প্রতিটি পানীয় জলের কলের সামনে ন্যূনতম ৯০০ মিমি x ১২০০ মিমি ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- যদি হাঁটুর জন্য খালি জায়গা না থাকে (যেমন: ফ্রি-স্ট্যান্ডিং কুলার), তবে সামনের দিকে অন্তত ১২০০ মিমি x ১২০০ মিমি ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।

চ) নিকাশি ও রক্ষণাবেক্ষণ

- যথাযথ নিকাশি ঢাকনা, গ্রেটিং ও ঢাল থাকতে হবে যাতে জল জমে না থাকে বা কাদা না হয়।

ছ) কল/নলের নকশা

- সহজ ব্যবহারের জন্য লিভার-ধরনের কল রাখতে হবে, যা হাতের শক্তি কম, আর্থ্রাইটিস বা গ্রিপ-জনিত সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্য সুবিধাজনক।

চিত্র ২.১৫(ক) প্রবীণদের জন্য রেট্রোফিটেড টয়লেটের আদর্শ বিন্যাস

চিত্র ২.১৫(খ) সর্বজনীনভাবে সহজগম্য টয়লেটের আদর্শ বিন্যাস

চিত্র ২.১৬ সুগম পানীয় জলের কল

২.৮। সাইনেজ ও তথ্য

উদ্দেশ্য:

সকল দর্শনার্থীকে (প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ, গর্ভবতী নারী ও শিশু সহ) নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল, সুবিধা ব্যবহার এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সঠিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য স্পষ্ট, সঙ্গতিপূর্ণ ও সহজবোধ্য তথ্য প্রদান।

ক) ভাষা ও বিন্যাস

- দ্বিভাষিক (আবশ্যিক): বাংলা + ইংরেজি।
- ত্রিভাষিক (পছন্দনীয়): বাংলা + ইংরেজি + হিন্দি।
- সব দিক-নির্দেশক চিহ্নে চলাচলের জন্য তীরচিহ্ন থাকতে হবে।
- সব প্রতিবন্ধকতা-বান্ধব সুবিধায় আন্তর্জাতিক প্রতীক ব্যবহার করতে হবে।
- সম্ভব হলে লেখার সঙ্গে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত পিক্টোগ্রাম যুক্ত করতে হবে।

খ) সাইন বসানোর স্থান

সাইন অবশ্যই নিম্নলিখিত জায়গায় থাকতে হবে:

১. অভিগম্য পার্কিং।

২. নামা-ও-ওঠার স্থান।

৩. প্রবেশ/প্রস্থান পথ।

৪. বসার জায়গা।

৫. পানীয় জলের পয়েন্ট।

৬. শৌচাগার।

৭. তথ্য/সহায়তা কেন্দ্র।

৮. জরুরি প্রস্থান ও আশ্রয়স্থল।

গ) নকশা ও রঙ

- লেখা ও প্রতীকের রঙ পটভূমির সঙ্গে তীব্র কনট্রাস্ট থাকতে হবে।
- উপকরণ হবে শক্ত, আবহাওয়াজনিত ক্ষয় প্রতিরোধী ও ঝকঝকে নয় (ম্যাট ফিনিশ)।
- প্রস্তাবিত উপকরণ: কাঠ, অ্যাক্রিলিক, ACP (Aluminium Composite Panel)।
- প্রতিটি সাইন ১০০–৩০০ লাক্স আলোয় সমানভাবে আলোকিত হতে হবে।

ঘ) বসানোর উচ্চতা

- দেওয়ালে লাগানো বিস্তারিত সাইন (ম্যাপ, টেবিল, ডায়াগ্রাম): কেন্দ্র মেঝে থেকে ১৫০০ মিমি উচ্চতায়।
  ১. নিচের প্রান্ত: ন্যূনতম ৯০০ মিমি।
  ২. উপরের প্রান্ত: সর্বোচ্চ ১৮০০ মিমি।
- ব্রেইল/স্পর্শনির্ভর সাইন: ৯০০–১৫০০ মিমি উচ্চতায় (আদর্শ ১০৫০ মিমি)।
- নিরাপত্তা নোটিশ: উঁচু ও নিচু দু'জায়গাতেই থাকতে হবে।
  ১. উঁচু: ১৬০০–১৭০০ মিমি।
  ২. নিচু: ১০০০–১১০০ মিমি।

ঙ) ফন্ট ও আকার

- Sans Serif ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- অক্ষরের উচ্চতা নির্ভর করবে দেখার দূরত্বের উপর।

- প্রতিটি মিটার দূরত্বের জন্য অক্ষরের উচ্চতা ২০–৩০ মিমি হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- অক্ষরের উচ্চতা কখনও ১৫ মিমি-এর কম হবে না।

চ) স্পর্শনির্ভর ও ব্যবহারযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- এমবসড অক্ষর, উঁচু প্রতীক, উঁচু তীরচিহ্ন এবং ব্রেইল সাইনেজ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।
- প্রবেশপথে সর্বোচ্চ ৮০০ মিমি x ৪৫০ মিমি আকারের স্পর্শনির্ভর মানচিত্র বা মডেল রাখা যেতে পারে।
- মানচিত্রে নিম্নলিখিত জরুরি তথ্য থাকতে হবে:

  ১. নামা-ও-ওঠার স্থান।

  ২. প্রবেশ/প্রস্থান পথ।

  ৩. প্যান্ডেলের প্রবেশ ও প্রস্থান।

  ৪. প্যান্ডেলের ভেতরে সুগম পথ।

  ৫. বিশ্রাম এলাকা ও অন্যান্য সুবিধা।

ছ) করণীয় ও বর্জনীয়

- ফন্ট: Sans Serif, বড় ও ছোট হাতের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে; অলংকৃত বা কেবল বড় হাতের অক্ষর এড়িয়ে চলতে হবে।
- রঙের কনট্রাস্ট: স্পষ্ট কনট্রাস্ট (যেমন: নীলের উপর সাদা, কালোর উপর হলুদ) ব্যবহার করতে হবে; দুর্বল কনট্রাস্ট (যেমন: লালের উপর সবুজ, সাদার উপর ধূসর) এড়িয়ে চলতে হবে।
- ফিনিশ: ম্যাট ফিনিশ ব্যবহার করতে হবে; চকচকে বা প্রতিফলিত উপকরণ এড়িয়ে চলতে হবে।

চিত্র ২.১৭ সুগম সাইনবোর্ড বসানোর মাত্রা

চিত্র ২.১৮ গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন

চিত্র ২.১৯ সাইনেজের বিষয়ে কিছু করণীয় ও বর্জনীয়

২.৯। ব্রেইল শব্দকোষ

- প্রবেশ
- প্রস্থান
- জরুরি প্রস্থান
- শৌচাগার
- পানীয় জল
- সাহায্য কেন্দ্র
- পুরুষ
- মহিলা
- প্রবীণ নাগরিক
- প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি

চিত্র ২.২০ একটি আদর্শ ট্যাকটাইল ম্যাপের উদাহরণ

২.১০। বিবিধ

উদ্দেশ্য:

প্রবীণ, প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী ও শিশু সহ সব দুর্বল গোষ্ঠীর পূর্ণ ও নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক) সংরক্ষিত এলাকা

- খাদ্য স্টল ও খাওয়ার জায়গা।
- খেলা ও বিনোদন স্থান।
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মঞ্চ।
  সংরক্ষিত স্থান অবশ্যই স্পষ্টভাবে সাইনপোস্টেড হতে হবে, অ্যাক্সেসিবিলিটি প্রতীকসহ এবং ভিড়মুক্ত রাখতে হবে।

খ) ব্যবহারযোগ্য কাউন্টার

- টিকিট ও পরিবেশন কাউন্টার দ্বৈত উচ্চতায় বানাতে হবে যাতে:
  ক. বসা অবস্থায় ব্যবহারকারী (হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী, শিশু)।
  খ. দাঁড়িয়ে থাকা ব্যবহারকারী (সাধারণ দর্শক, প্রবীণ, গর্ভবতী নারী) – উভয়ের জন্য সুবিধাজনক হয়।

গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অঞ্চল

- প্রবীণ, প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ও গর্ভবতী নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রাখতে হবে।
- হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও স্পষ্ট দৃষ্টিপথ নিশ্চিত করতে হবে।
- আসনের কিছু অংশ শিশু-বান্ধব হতে হবে এবং সহজ গতির জন্য নির্গমনের কাছে রাখতে হবে।

ঘ) চলাচলের সুবিধা

- সব সংরক্ষিত এলাকায় হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীর জন্য যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- আসনের নকশায় গর্ভবতী নারী ও প্রবীণদের বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সংরক্ষিত এলাকার পথ বাধামুক্ত ও সিঁড়িবিহীন হতে হবে।

---

৩ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি নিয়মাবলী

ভিড় নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা

৩.১. জরুরি নির্গমন (Emergency Evacuation)

উদ্দেশ্য: অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, চিকিৎসাজনিত জরুরি অবস্থা বা অন্য প্রাকৃতিক/মানবসৃষ্ট বিপদের সময়ে সকল দর্শনার্থীর (প্রবীণ, গর্ভবতী মহিলা ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিসহ) নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্গমন নিশ্চিত করা।

ক) নির্গমন পরিকল্পনা

- প্রতিটি প্যান্ডেলে একটি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ও পূর্বাভ্যাসকৃত জরুরি নির্গমন পরিকল্পনা থাকতে হবে।
- প্রবীণ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধকতা যুক্ত নাগরিকদের জন্য আলাদা রুট নির্দিষ্ট থাকতে হবে।

- জরুরি নির্গমন পথগুলিকে স্পষ্টভাবে অ্যাক্সেসিবিলিটি সাইনেজ সহ প্রদর্শন করতে হবে।
- সাইনেজ সর্বাধিক ১২০০ মি.মি. উচ্চতায় বসানো উচিত যাতে সহজে দৃশ্যমান হয়।
- নির্গমন পথ খোলা আকাশের নীচে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যার ধারণক্ষমতা প্যান্ডেলের আকার ও সর্বাধিক ভিড়ের আনুপাতিক হবে।

খ) আশ্রয় এলাকা (Refuge Areas)

- আশ্রয় এলাকা 'সুগম্য পথ' (Sugamya Path) ও মূল প্রবেশ/প্রস্থান পথ উভয় থেকেই প্রবেশযোগ্য হতে হবে।
- যেখানে নির্গমনপথ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষের জন্য অপ্রবেশযোগ্য, সেখানে প্রতিটি স্তরে সমান সংখ্যক আশ্রয় এলাকা থাকতে হবে।
- প্রতিটি আশ্রয় এলাকায় ন্যূনতম দুটি অ্যাক্সেসযোগ্য স্থান থাকতে হবে (৭৫০ মি.মি. x ১২০০ মি.মি. প্রতিটি)।
- আশ্রয় এলাকা কোনো অবস্থাতেই নির্গমনপথের ন্যূনতম প্রস্থ কমাবে না।

গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা

- আশ্রয় এলাকায় দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা (দৃশ্যমান ও শ্রাব্য সংকেত) থাকতে পারে।
- প্রতিটি আশ্রয় এলাকায় আলোকিত সাইনেজে "REFUGE AREA" ও আন্তর্জাতিক অ্যাক্সেসিবিলিটি চিহ্ন থাকতে হবে।
- অপ্রবেশযোগ্য সমস্ত নির্গমনপথে সাইনেজ বসাতে হবে, যা আশ্রয় এলাকায় যাওয়ার দিশা দেবে।

ঘ) নকশা নির্দিষ্টকরণ

- সাইনেজে ন্যূনতম ১৪-পয়েন্ট San Serif ফন্ট থাকতে হবে।
- যেখানে সম্ভব ব্রেইল ও উঁচু অক্ষর ব্যবহার করা উচিত।
- পটভূমির সাথে উচ্চ কনট্রাস্ট বজায় রাখতে হবে।
- জরুরি নির্গমন পথ আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আলোকিত থাকতে হবে।

৩.২. সহায়তা ডেস্ক ও তথ্যকেন্দ্র

ক) প্রতিটি প্যান্ডেলে একটি পর্যাপ্ত কর্মীবিশিষ্ট হেল্প ডেস্ক থাকতে হবে, যা:

- ড্রপ-অফ জোন বা বিশ্রাম এলাকার কাছাকাছি স্থাপন করা হবে।
- দূর থেকে দৃশ্যমান, উচ্চ কনট্রাস্ট সাইনেজে চিহ্নিত থাকবে।
- ট্যাকটাইল গ্রাউন্ড সারফেস ইন্ডিকেটর (TGSI) দ্বারা সংযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।
- শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ইনডাকশন লুপ থাকা বাঞ্ছনীয়।
- সহজে চেনা যায় এমন পোশাক/ভেস্ট পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হবে।
- প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও শান্তভাবে সহায়তা করবেন ও সম্মানের সাথে কথা বলবেন।

খ) আলাদা প্রসাদ বিতরণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটি হেল্প ডেস্কের সাথে একীভূত হতে পারে। বিকল্প হিসেবে, স্বেচ্ছাসেবকরা সহজ রুটে চলাচলরত দর্শনার্থীদের সিল প্যাকেটে প্রসাদ ও ফুল বিতরণ করবেন।

গ) হেল্প ডেস্কের কাছেই একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ থাকতে হবে, যা মানসিক অবস্থাজনিত জরুরি অবস্থাও (যেমন প্যানিক এটাক) সামলাতে পারবে। এটি শান্ত অঞ্চল হিসেবেও কাজ করতে পারবে।

৩.৩. জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যে তৈরি ব্যবস্থাপণা

ক) ঘোষণা

- জরুরি ঘোষণা অন্তত দু'বার, একাধিক ভাষায় (বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি) দিতে হবে।
- ঘোষণায় সুগম সুবিধাগুলি (রুট, টয়লেট, বসার জায়গা, হেল্প ডেস্ক) সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য থাকতে হবে।
- স্বেচ্ছাসেবকদের উপস্থিতি সম্পর্কেও নিয়মিত ঘোষণা করতে হবে।

খ) শ্রবণযোগ্য ব্যবস্থা

- ঘোষণার জন্য সিস্টেমের সর্বনিম্ন +৫ ডিবি এস/এন অনুপাত থাকতে হবে।
- অ্যালার্মের শব্দ পরিবেশের শব্দের চেয়ে অন্তত ১৫ ডিবি বেশি হতে হবে (সর্বাধিক ১২০ ডিবি)।
- অ্যালার্মে স্পষ্ট কণ্ঠনির্দেশ থাকতে হবে, যা নির্গমনের দিশা জানাবে।

গ) চাক্ষুস ব্যবস্থা (শ্রবণ প্রতিবন্ধীকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য)

- প্রতিটি স্থানে (টয়লেট, স্টোররুমসহ) ফ্ল্যাশিং ভিজ্যুয়াল অ্যালার্ম বসাতে হবে।
- এগুলি থাকতে হবে:

- দৃশ্যমান অবস্থানে স্থাপিত।
- উচ্চতা: মেঝে থেকে ২১০০ মি.মি. বা সিলিং থেকে ১৫০ মি.মি. নিচে।
- সাধারণ এলাকায় সর্বাধিক ১৫ মিটার অন্তর স্থাপিত।
- সরাসরি দেখার জন্য নিরাপদ কিন্তু উজ্জ্বল।
- ন্যূনতম ৭৫ ক্যান্ডেলা তীব্রতা।
- ফ্ল্যাশ রেট: ১–৩ হার্জ।
- পটভূমির থেকে রঙ ও টোনে কনট্রাস্ট।
- উঁচু অক্ষর ও ব্রেইল লেবেল।

ঘ) বিশেষ জরুরি ব্যবস্থা

- শ্রাব্য অ্যালার্মে "কণ্ঠ নির্দেশনা" থাকতে হবে।
- প্রি-রেকর্ডেড বার্তার পাশাপাশি এগুলি নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকেও সরাসরি প্রচার করা যাবে।
- ভিজ্যুয়াল অ্যালার্ম, শ্রাব্য অ্যালার্মের সাথে একত্রে চালু করা উচিত।
- অন্তত একটি ডিভাইসের সংকেত পুরো ফ্লোরে দৃশ্যমান থাকতে হবে।
- একসাথে থাকা অ্যালার্মগুলো একই সময়ে ফ্ল্যাশ করতে হবে।

৩.৪. স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী

ক) অভিযোজন

- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি ও প্রবীণদের সম্মানের সাথে পথপ্রদর্শন শেখা বাঞ্ছনীয়।
- প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ভদ্র আচরণের নীতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: সমানুভূতি, করুণা নয়।

খ) জরুরি প্রস্তুতি

- স্বেচ্ছাসেবকদের জরুরি পরিস্থিতি সামলানোর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে, বিশেষত প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীকতা যুক্ত ব্যক্তিদের দিকে নজর দিয়ে।
- জরুরি ফোন নম্বরের তালিকা (অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস) থাকতে হবে।

- পূজার পূর্বে জরুরি মহড়া বাধ্যতামূলক।
- আতঙ্ক না ছড়িয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সতর্ক করতে হাসপাতাল-শৈলীর কোড (যেমন, কোড ব্লু, কোড রেড) ব্যবহার করা উচিত।

গ) বিশেষ দক্ষতা

- প্রতিটি হেল্প ডেস্কে অন্তত একজন স্বেচ্ছাসেবককে প্রাথমিক ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (ISL) শেখা বাঞ্ছনীয়।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বর্ণনামূলক সেবা থাকা বাঞ্ছনীয় (মূর্তি ও সজ্জা বর্ণনা করতে)।
- সান্ধ্য পূজা বা পুষ্পাঞ্জলির মতো গুরুত্বপূর্ণ আচারগুলির জন্য ISL অনুবাদক থাকা বাঞ্ছনীয়।

ঘ) মহড়া (Simulation Exercises)

- পূজার আগে বাস্তব পরিস্থিতি অনুকরণ করে মহড়া নেওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হয় এবং স্বেচ্ছাসেবকরা প্রস্তুত থাকতে পারেন।

চিত্র ৩.১ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য পথ নির্দেশিত জরুরি নির্গমন পরিকল্পনা

চিত্র ৩.২(ক) প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক বুথ

চিত্র ৩.২(খ) প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীকতা যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক বুথ